অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে ঝিনাইদহে বাড়ছে আত্মহত্যা, সামাজিক অপরাধ ও ঋণেরবোঝা

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়ার আসক্তি ভয়াবহ রুপ ধারণ করেছে। কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধসহ সব বয়সীরা এমনকি নারীরাও অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। লোভে পড়ে খুয়াচ্ছে টাকা-পয়সা ও সহায়-সম্বল। জুয়া’য় সর্বস্ব হারিয়ে হতাশায় আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। জুয়ার মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপস নিয়ন্ত্রণকারীদের কাছে পাঁচার হচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে রীতিমতো প্রকাশ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জুয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে জুয়ার অ্যাপসের প্রচারণা চলছে। চটকদার এসব বিজ্ঞাপণে প্রলোভিত হয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে অনলাইনে টাকা উপার্জনের নেশায়।

সম্প্রতি ঝিনাইদহে জুয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা, ঋণগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ছাড়া ও দাম্পত্য কলহের বেশকয়েকটি ঘটনা পর্যক্ষেণ করা গেছে।

জানাগেছে, টিকে-৭৭৭, জয়া-৯৯৯, ক্যাসিনো-৭৭৭, হাউজ অব ফান, স্টার স্লট, লাকি স্পিন স্লট, ওয়ান এক্স বেট, লুডো কিং, তিন পাত্তি গোল্ড, ২৯ গোল্ড কার্ড গেম, বেট কুইন, ৩৬৫ বেটসহ অসংখ্য জুয়ার অ্যাপে আসক্ত হয়ে পড়ছে সব বয়সের মানুষ। এসব অ্যাপসে বিকাশ ও নগদ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার চটকদার বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা হয় জনপ্রিয় তারকা, ক্রিকেটার, রাজনৈতিক নেতার ছবি।

গত ১১ ডিসেম্বর বিষ পান করে আত্মহত্যা করে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বেতাই গ্রামের মোঃ লালু মিয়া (৩৫) নামের এক যুবক। সে বেতাই গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে। তার স্ত্রী ও ছোট ছোট ৩টি সন্তান রয়েছে। তার স্ত্রী নিলুফা খাতুনের সাথে কথা বলে জানাগেছে, লালু মিয়া মোবাইল জুয়া’য় আসক্ত হয়ে পড়ে। জুয়া খেলতে গিয়ে সে গরু বিক্রি করেছে, জমি বন্ধক রেখেছে। জাগরণী চক্র সহ ৪টি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে সেই টাকা জুয়া’য় লাগিয়ে নষ্ট করেছে অবশেষে ঋণের বোঝার চাপে সে আত্মহত্যা করে। তার মৃত্যুতে ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে

কিছুই করার নেই। এরা বিভিন্ন সেলিব্রেটির ছবি ব্যবহার করেও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। রাষ্ট্র উদ্যোগ নিলেই কেবল জুয়া বন্ধ বা রোধ করা সম্ভব ”।